লেখক -পরিচিতি

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র বশত স্কুল কলেজের লেখাপড়া শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে বিশেষ জোটেনি, এ ছাড়া অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে এবং পেটের দায়ে তিনি ভবঘুরে হন এবংজীবিকার তাগিতে বহুকাল বর্মার রাজধানী রেঙ্গুনে বর্তমান মিয়ানমারে বাস করেন।

জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই নরনারী জীবনের বিচিত্র রূপ তাঁর সাহিত্যে দল পাঁপড়ি মেলেছে। বিশেষ করে সমাজের নিচু তলার মানুষ, যাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। জীবনে নরনারীর যে ব্যথা ও যে সুখ তিনি নিজে উপলব্ধি করেছেন, তাদের জীবনের সেই স্বাভাবিক সুখ-দুঃখকে অপরিসীম সহানুভূতি ও দরদে রাঙিয়ে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন।

পাঠ-পরিচিতি

শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। ছোটগল্পের আঙ্গিকে নামকরণ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলাসীর নামানুসারে। 'বিলাসী' গল্পে দুই ব্যতিক্রমধর্মী মানব-মানবীর প্রেমের মহিমা ছাপিয়ে গেছে-জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা।

বিষয়বস্তু

গল্পের কথকের নাম ন্যাড়া। তার প্রবল শখ ছিল- গোখরা সাপ ধরে পোষা ও মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া। এজন্য মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে সাপ ধরার দীক্ষা নিতে চেয়েছিল ন্যাড়া।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র-বিলাসী। সে মালোপাড়ার বুড়া মালোর মেয়ে। মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী। মৃত্যুশয্যায় শায়িত মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা করে তাকে যমের মুখ হতে ফিরিয়ে আনে। পরে তার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং বিয়ে করে। অবশেষে প্রেমের কারণে বিলাসী স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছে।

কায়স্থ ঘরের মিত্তির বংশের ছেলে-অনাথ মৃত্যুঞ্জয়। তার আম-কাঁঠালের বাগান ছিল-কুড়ি-পঁচিশ বিঘা আয়তনের। সে জাত বিসর্জন দিয়ে সাপুড়ে হয়েছিল। গোয়ালার বাড়িতে খরিশ গোখরা সাপের কামড়ে মুত্যু হয়েছিল তার। তার মৃত্যুর সাত দিন পর স্ত্রী বিলাসীও বিষপানে আত্মহত্যা করেছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। তার লোভ ছিল অনাথ মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পদের প্রতি। এজন্য কৌশলে তার নামে দুর্নাম রটনা করে বেড়াতেন তিনি। অন্নপাপের অজুহাতে তিনি দলবল নিয়ে বিলাসীর ওপর হামলা করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে বিয়ে করে সাপুড়ে জীবন বেছে নিলে তার সম্পদ দখল করে নেয় খুড়া।

প্রশ্নোত্তর সম্পর্কিত তথ্য

'বিলাসী' গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র- বিলাসী ।

#'বিলাসী' গল্পের কথক- ন্যাড়া ।

#'বিলাসী' গল্পে বিলাসী- সাপুরের মেয়ে ।

ঘন জঙ্গল পাড়ি দিয়ে ন্যাড়া গিয়েছিল- অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে গিয়েছিল ।

#মৃত্যুঞ্জয় হলো- বিলাসীর স্বামী ।

#মৃত্যুঞ্জয়ের নামে কুৎসা রটাতো- তার খুড়ো ।

'বিলাসী' গল্পের প্রতিবাদী নারী চরিত্র- বিলাসী ।

মৃত্যুঞ্জয়কে বিয়ে করার কারণে বিলাসীকে হতে হয়েছিল- লাঞ্ছিত ও সমাজচ্যুত।

বিলাসীর আত্মহননের পেছনে পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল-কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থা ।